দশম পর্ব

আহলে বাইত- এর সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হাককানী উলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম আলেম মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রঃ)- যিনি তাফসীরে নাঈমী, জাআল হক, শানে হাবীবুর রহমান, সালতানাতে মোস্তফা সহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন- তাঁর লিখিত আমিরে মুয়াবিয়া (রঃ) নামক গ্রন্থে তিনি "আহলে বাইত"- এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন- তা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

তিনি বলেনঃ প্রথমে এটা বুঝা প্রয়োজন যে- নবী করিম (দঃ) -এর "আহলে বাইত" কারা এবং এর অর্থ কি?

"আহ্‌ল" একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- ওয়ালা। "বাইত"- আর একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- ঘর। সুতরাং "আহলে বাইত" এর একত্রে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় "ঘর ওয়ালা"- অর্থাৎ একই ঘরে বসবাসকারী। ব্যবহারিক অর্থে ঘরের অধিবাসীদেরকে আহলে বাইত বলা হয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে সাধারণতঃ আহলে বাইত বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'আহল' শব্দটির ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন- আহলে এলম, আহলে দৌলত- ইত্যাদি।

"আল" আরেকটি আরবী শব্দ। এর অর্থও বংশধর বা পরিবারবর্গ। তবে "আহ্‌ল ও আল" দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত কিছু পার্থক্য আছে। "আহল"- শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন- আহলে বাইত, আহলে এলেম, আহলে দৌলত, আহলে ফলানা- ইত্যাদি। কিন্তু "আল" শব্দটি শুধুমাত্র মানুষের বেলাতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- আলে রাসুল- (রাসুলের বংশধর), আলে ইমরান- (ইমরানের বংশধর), আলে ফিরআউন- (ফেরাউনের অনুসারী ও খাদেম)।

পারিভাষিক অর্থে- পরিবার পরিজনকে সাধারণতঃ "আল" বলা হয়। আবার কোন কোন সময় বিশিষ্ট খাদেম ও অনুসারীগণকেও "আল" বলা হয়ে থাকে। যেমন- উপরে আলে ইমরান, আলে ফেরাউন ও আলে রাসুল তিনটি শব্দে দেখানো হয়েছে। "আলে রাসুল" বলতে অনুসারী এবং খাদেমকেও বুঝায়।

আহ্‌লে বাইত কারা?

এবার দেখা যাক- "আহলে বাইতে নবী" অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের অধিবাসীগণ। এবার প্রশ্ন আসে- ঘরের অধিবাসী বলতে কাকে বুঝায়? ঘরের অধিবাসী দুই প্রকার।

www.sunnibarta.com

যথা ঃ (১) নসব বা বংশগত সুত্রে ঘরের বাসিন্দা। যেমন, ছেলে ও মেয়ে (২) বৈবাহিক সুত্রে ঘরের বাসিন্দা- যেমন স্ত্রী। প্রথমটি আবার দুই প্রকার- (১) ছেলে (২) মেয়ে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার ছেলে- কাসেম, তৈয়ব, তাহের ও ইবরাহীম পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করে পিতৃগৃহেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু চার মেয়ে- জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) পিতৃগৃহে জন্ম গ্রহণ করে পরে স্বামীগৃহে গমন করেছেন। হযরত যয়নব (রাঃ) আবুল আস (রাঃ)- এর ঘরে, হযরত রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম (রাঃ) পর পর হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ঘরে এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) সংসারে গমন করেছেন। তাঁরা উভয় দিকের "আহ্‌লে বাইত" -এর অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার- আহ্‌লে বাইতুছ ছুকনা বা বৈবাহিক সুত্রে ঘরের বাসিন্দা। উনারা হলেন- হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত সওদা (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সহ হুযুরের ১১ জন বিবি। তাঁদেরকেও "আহলে বাইতুন নবী ছুক্‌না" বলা হয়।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পুত্র সন্তানগণই ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা বা স্থায়ী আহলে বাইত। মেয়েগণ প্রথমে পিতার ঘরের আহলে বাইত এবং পরে স্বামীগৃহেরও আহলে বাইত হয়ে যান। **সুতরাং হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর "আহলে বাইত" বলতে মূলতঃ চার ছেলে, চার মেয়ে ও এগার বিবিকেই বুঝানো হয়েছে।** তবে হযরত আলী (রাঃ) খাজা আবু তালেবের ছেলে হয়েও বিবি ফাতিমা (রাঃ)- এর স্বামী হওয়ার কারণে আহলে বাইত- এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন- নবীজির বিশেষ হাদীসের মাধ্যমে। হযরত আলী (রাঃ) শিশুকাল থেকেই হুযুরের ঘরে লালিত পালিত। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আবুল আস (রাঃ) জামাতা হয়েও তাঁরা আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন নি।

শিয়াদের মতে আহ্‌লে বাইত ঃ

শিয়াগণ শুধু বিবি ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁর দুই ছেলে- ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং স্বামী হযরত আলী (রাঃ) কেই "একমাত্র আহলে বাইত" বলে স্বীকার করে। অন্য কাউকে স্বীকার করে না। হুযুরের অপর তিন সাহেবজাদী, চার সাহেবজাদা এবং এগার বিবিকে তারা আহলে বাইতের বহির্ভূত বলে মনে করে।

আহ্‌লে সুন্নাতের মতে আহ্‌লে বাইত ঃ

কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ও উলামাগণ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াছ- এই চার দলীলের মাধ্যমে হুযুরের বিবিগণ, চার ছেলে, চার মেয়ে এবং জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে "আহলে বাইত" বলে বিশ্বাস করেন। হাদীস দ্বারা প্রমাণীত অন্যদেরকেও আহলে বাইত বলে স্বীকার করেন। তবে হযরত বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান,ইমাম হোসাইন ও হযরত আলী (রাঃ)- এই চার জনকে সবার উপরে প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। কেননা, ওনাদের উচ্চ মর্যাদা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.sunnibarta.com

এখানেই শিয়া ও সুন্নীদের আক্বীদার পার্থক্য। শিয়াগণ ইমাম হাসান (রাঃ) কে "আহলে বাইত" বলে স্বীকার করলেও তাঁর বংশধরগণকে "আহলে বাইত" বলে মানেনা। যেমন গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) হাসানী বংশ হওয়া সত্বেও শিয়ারা তাঁকে "আহ্লে বাইত" বলে স্বীকার করেনা।

উল্লেখ্য যে, শিয়াগণ পাক পাঞ্জাতন, আহলে রেদা, আহলে কাছা এবং আহলে আবা- বিভিন্ন নামে শুধু পাঁচজনকেই "আহলে বাইত" বলে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মতে আহলে বাইত- এর পরিধি ব্যাপক। তন্মধ্যে চাদর দ্বারা আবৃত পাঁচজনকে (হুযুর (দঃ), বিবি ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রাঃ)) আহলে রেদা, আহলে কাছা বা আহলে আবা এবং পাক পাঞ্জাতন বলে পৃথকভাবে প্রাধান্য ও পৃথক সম্মান দিয়ে থাকেন। পাক পাঞ্জাতন হলেন খাস বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং আহলে বাইত হলেন আম বা ব্যাপক সংখ্যক নবী পরিবারবর্গ।

আরো উল্লেখ্য যে, বিবি ফাতিমা (রাঃ)- এর বংশধরগণই কেবল পরবর্তী কালে ও বর্তমানে আহলে বাইত এবং সৈয়দ খান্দান বলে বিবেচিত। হযরত আলী (রাঃ) আহলে বাইত- এর অন্তর্ভূক্ত হলেও তাঁর অন্য স্ত্রীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ কিন্তু "আহ্লে বাইত" ও "আওলাদে রাসুলের" অন্তর্ভূক্ত নহেন। তাঁদের উপাধী হলো আলভী। অন্য কোন লোক আওলাদে রাসুল বলে দাবী করলে জাহান্নামী হবে। হযরত আলীর অন্য বংশধর গণকে "আওলাদে আলী"- বলা হয় এবং ফাতেমার (রাঃ) গর্ভজাত সন্তানগণকে "আওলাদে রাসুল" বলা হয়ে থাকে। নসব পরিবর্তনকারী জাহান্নামী (আল হাদীস)। সুতরাং আওলাদে রাসুল হতে হলে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের বংশধর হতে হবে।

হুযুর (দঃ)- এর পবিত্র বিবিগণ "আহলে বাইত"- এর অন্তর্ভূক্ত ঃ

তাফসীরে কবীর, মিরকাত, আশিয়াতুল লোমআত- প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হক কথা হলো এই যে- হুযুর (দঃ)- এর ছেলে, মেয়ে ও পবিত্র বিবিগণ- সকলেই হুযুরের "আহলে বাইত"- এর অন্তর্ভূক্ত (কানযুল ঈমান ও খাযায়েনুল ইরফান দ্রষ্টব্য)।

হুযুর আকরাম (দঃ)- এর বিবিগণ যে "আহলে বাইতে নবুয়াত"- এর অন্তর্ভূক্ত- ইহা কুরআন মজিদ, তাফসীর ও অনেক সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণীত।

কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণ ঃ

১। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ওয়া ইয্ গাদাওতা মিন আহলিকা তুবাউ ইবুল মু'মিনীনা মাক্বাঈদা লিল্ ক্বিতালি" (আলে ইমরান ১২১ আয়াত)।

অর্থ ঃ হে প্রিয় রাসুল! স্মরণ করুন- যখন আপনি নিজ পরিবার (আহলে বাইত) এর নিকট হতে প্রত্যুষে বের হয়ে জিহাদের জন্য মুমিনগণকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করতে ছিলেন"।

www.sunnibarta.com

শানে নুযুল ঃ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ ভোরে হুযুর আকরাম (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর ঘর হতে বের হয়ে মুসলমানগণকে নিয়ে উহুদের ময়দানে পৌঁছে তাঁদেরকে বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করেছিলেন। যুদ্ধ কৌশলে এই কাজটি ছিল অতি নিখুঁত। তাই আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধসফর ও ঘাটি স্থাপন কাজটিকে প্রশংসা করে এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে হুযুরের আহলে বাইত বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেল- আহলে বাইতে রাসুলের মধ্যে হযরত আয়েশাও (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত।

২। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লি-ইউযহিবা আনকুমুর রিজ্‌ছা আহলাল বাইতি- ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা, "(সূরা আহ্‌যাব- ৩৩ আয়াত)।

অর্থ ঃ "হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ তায়ালা ইহাই চান যে, তোমাদের থেকে তিনি অপবিত্রতাকে দূরে রাখেন এবং তোমাদেরকে অতি উত্তমরূপে পাক পবিত্র করেন"।

শানে নুযুল ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরামা (রহঃ) বলেনঃ সূরা আহযাবের উক্ত আয়াত এবং পূর্ববর্তী ৩২ নং আয়াত দুটি নবী করিম (দঃ)- এর বিবিগণকে সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে- (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জরীর)। 'আহলাল বাইতি' বলে নবীর বিবিগণকে সম্বোধন করা হলেও সমগ্র মুমিন নারীগণকে লক্ষ্য করেই তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন- "(৩২) হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্যদের মত সাধারণ নারী নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পুরুষদের সাথে এমন কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলোনা- যাতে অন্তরের দুষ্ট রোগে আক্রান্ত লোকের মনে কু-বাসনা জন্ম নেয়। তোমরা সঙ্গত ও সহজভাবে ভাল কথাবার্তা বলবে"। '(৩৩) (হে নবী পত্নীগণ)' তোমরা নিজেদের গৃহেই অবস্থান করবে এবং পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত বেপর্দা হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেনা, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দুরে রাখবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেবেন"। (সূরা আহযাব আয়াত ৩২ ও ৩৩)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা ঃ নবী পত্নীগণকে সম্বোধন করে যদিও আল্লাহ তায়ালা উক্ত দুটি আয়াত নাযিল করেছেন এবং 'আহলাল বাইতি' বলে নবীর বিবিগণকেই মূখ্যতঃ পাক পবিত্র করার ওয়াদা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে নারী জাতি এবং নবীজীর সমগ্র পরিবারবর্গ। সেজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরপর হযরত আলী, বিবি ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) গণকে ডেকে এনে নিজের গায়ের চাদরখানা দিয়ে তাঁদেরকে বেষ্টন করে এই

www.sunnibarta.com

দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! এরাও আমার আহ্‌লে বাইত বা আমার পরিবারবর্গ; হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে খুব পবিত্র করো" (ইবনে জারীর)।

সুতরাং কুরআনের "আহ্‌লাল বাইতি"- এর মধ্যে এই চারজনকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামিল করে নিলেন। ইহাই আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও আক্বীদা (কানযুল ঈমান-ঈমাম আহমদ রেজা)। মোদ্দা কথা- "আহলে বাইত" বলতে যদিও পরিবারের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা- সকলকেই বুঝায়, কিন্তু আয়াতের ধারাবহিকতায় শুধু নবী পত্নীগণকেই "আহলাল বাইতি" বলে সম্বোধন করার কারণে উপরোক্ত চারজন বাদ পড়ার ধারণা আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই নবী করিম (দঃ) হাদীসের মাধ্যমে উক্ত ধারণা দূর করে দেন।

এখন নবী পরিবারের সকল সদস্যই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। ইহাই হক্ক ফায়সালা। ইহাই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। এই আয়াতকে আয়াতে তাতহীর বলা হয় এবং চাদরে আবৃত হওয়ার কারণে উক্ত চার সদস্যকে (ফাতেমা, আলী, হাসান, হোসাইন) আলে আবা, আলে কাছা, আলে রেদাও বলা হয় এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক পবিত্রতা ঘোষণার কারণে হুযুর (দঃ) সহ চারজনের সকলকে "পাক পাঞ্জাতন" বলা হয়। এটা শুধু হাদীসের বৈশিষ্ট্যের কারনে। কিন্তু আয়াতের মর্মানুসারে হুযুরের বিবিগণসহ সকলেই আহ্‌লে বাইতও পাক পবিত্র-এর অন্তর্ভূক্ত। আয়াতের শানে নুযুল বাদ দিয়ে উক্ত চারজনকেই শিয়াগণ শুধু হাদীস দ্বারা "আহ্‌লে বাইত" বলেছে। এটা তাদের অপব্যাখ্যা। তবে পাক পাঞ্জাতনের মর্তবা অন্যান্য আহলে বাইতের মধ্যে সবার উর্দ্ধে।

৩। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফালতাক্বাতাহু আলু ফিরআউনা লিয়াকূনা লাহুম আদুওয়াও ওয়া হাযানান" (সূরা আল-কাসাস ৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ "অতঃপর ফেরাউনের ঘরের লোকেরা (আলে ফেরাউন) হযরত মুছা (আঃ) কে তুলে নিলো। মুছা ওদের শত্রু ও অশান্তির কারণ হবেন।"

ব্যাখ্যা ঃ "ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া নদী থেকে হযরত মুছা (আঃ) কে তুলে নিয়েছিলেন। হযরত মুছা (আঃ) পরবর্তীতে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। উক্ত আয়াতে বিবি আছিয়াকে "আলে ফেরাউন" বলা হয়েছে। আল ও আহল শব্দদ্বয় স্ত্রীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।" সুতরাং আমাদের নবীর বিবিগণও আলে রাসুলের অন্তর্ভূক্ত।

৪। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফা-ক্বালা লি-আহ্‌লিহিম্‌কুছু ইন্নি আ-নাছ্‌তু নারান" (সূরা তোয়াহা ১০ আয়াত)।

অর্থ ঃ "হযরত মুছা আলাইহিস সালাম "স্বীয় আহলকে" বললেন- তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখে আসি"।

www.sunnibarta.com

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতে হযরত মুছা (আঃ) আপন স্ত্রী ছফুরাকে ঐকথাটি বলেছিলেন। আল্লাহ পাক বিবি ছফুরাকে হযরত মূছা (আঃ) এর "আহ্ল" বলেছেন। বুঝা গেল-স্ত্রী স্বামীর আহ্লে বাইত।

৫। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফা-নাজজ্বাইনাহু ওয়া আহ্লাহু মিনাল কারবিল আযীম" (সূরা আম্বিয়া ৭৬ আয়াত)।

অর্থ ঃ "অতঃপর আমি ওনাকে (নূহ) এবং ওনার পরিবার পরিজনকে (আহলকে) বড় বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছি।"

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহিছ ছালামের মুমিন স্ত্রী ও মুমিন সন্তানকে যৌথভাবে তার 'আহল' বলে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল- স্ত্রী ও সন্তান- সবাই নূহ নবীর "আহলে বাইতের" অন্তর্ভূক্ত।

৬। বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্বালাত ইয়া ওয়াইলাতা আআলিদু ওয়া আনা আজুযুন ওয়া হাযা বা'লী শাইখা। ইন্না হাযা লাশাইউন আজীব। ক্বালু আতা'জাবীনা মিন্ আম্রিল্লাহি-রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহ্লাল বাইতি; ইন্নাহু হামীদুম্ মাজীদ"। (সূরা হুদ ৭২ আয়াত)।

অর্থ ঃ "(হযরত সারা) বললেন- কি আশ্চর্য! আমার সন্তান হবে? অথচ আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! নিশ্চয়ই এটা অদ্ভুত ব্যাপার। ফিরিস্তাগণ বললেন- আল্লাহর কাজে কি আশ্চর্যবোধ করছেন? হে ইবরাহীমের ঘরের বাসিন্দাগণ (আহলে বাইত) আল্লাহর রহমত ও বরকত সমূহ তোমাদের উপরই রয়েছে। অবশ্যই তিনি যাবতীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ও মর্যাদার অধিকারী"।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও বিবি সারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হযরত ইসহাক (আঃ)- এর জন্মের শুভ সংবাদ লাভ করেন। উক্ত ফিরিস্তারা হযরত লূত (আঃ)- এর এলাকা ধ্বংস করার জন্য যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে এ শুভ সংবাদ দেন। তাঁর পাশেই স্ত্রী সারা দাঁড়ানো ছিলেন। ফিরিস্তাদের কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে উক্ত উক্তি করেছিলেন। ফিরিস্তারা জবাবে বিবি সারাকে লক্ষ্য করেই "আহ্লাল বাইতি" বা হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর পরিবার বলেছিলেন। বুঝা গেল- বিবিও স্বামীর "আহলে বাইতের" অন্তর্ভূক্ত।

উপসংহার ঃ উপরের ছয়টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো- শুধু ছেলে বা মেয়েকেই আহ্লে বাইত বলা হয় না; বরং স্ত্রীকেও আহ্লে বাইত বলা হয়। অতএব, নবী করিম (দঃ)- এর 'আহ্লে বাইত' বলতে শুধু আলী, ফাতিমা, হাসান, হোসাইনকেই বুঝায় না- বরং বিবিগণকেও বুঝায়- যেমনটি ঘটেছে সুরা আহযাবের ৩২-৩৩

www.sunnibarta.com

আয়াতের বেলায়। কিন্তু শিয়ারা হুযুরের বিবিগণকে আহ্‌লে বাইত স্বীকার করে না। এটা তাদের গোঁড়ামী।

আহ্‌লে সুন্নাতের মতে আহলে বাইত বলতে প্রথমতঃ বিবিগণকেই বুঝায়। সে সাথে তাঁদের সন্তানগণও আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হন। তবে জনগণের চর্চার কারণে এবং কতেকটা কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার কারণে "আহ্‌লে বাইত" বলতে প্রথমেই হযরত আলী, বিবি ফাতিমা ও ইমাম হাসান হোসাইনের (রাঃ) কথাই মানসপটে ভেসে উঠে। তাই জনগণ ""আহলে বাইত", বলতে প্রথমে ওনাদেরকেই বুঝে। তবে এই কথার অর্থ এ নয় যে- হুযুরের পবিত্র বিবিগণ মোটেই "আহলে বাইত" নন। এটা শিয়াদের জবরদস্তি এবং অপব্যাখ্যা মাত্র। কুরআন এবং হাদীসের কোথাও এ কথার উল্লেখ্য নেই যে, হুযুরের বিবিগণ "আহলে বাইতের" অন্তর্ভুক্ত নন।

হাদীসের দ্বারা বিবিগণের আহলে বাইত হওয়ার প্রমাণ ঃ

১। বাংলায় উচ্চারণ ঃ "মা-আলিমতু আলা আহলী ইল্লা খাইরান" (বুখারী শরীফ)।

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না"।

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)- এর চরিত্রের উপর অপবাদ রটনা করেছিল, তখন গায়েবী এলেমের অধিকারী নবী করিম (দঃ) অহী নাযিলের পূর্বেই একদিন এরশাদ করলেন- "আমি আমার পরিবার (আয়েশা) সম্পর্কে ভালই জানি"- অর্থাৎ তাঁর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই"।

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনার দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথাঃ

১) হুযুরের বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরের "আহ্‌লে বাইত"। কেননা, হুযুর (দঃ) নিজেই তাঁকে আহ্‌লী (আমার আহ্‌লে বাইত) বলেছেন। হুযুরের বাণী অগ্রাহ্য করে শিয়াগণ শুধু ৪ জনকেই আহ্‌লে বাইত সাব্যস্থ করেছে। এতে তারা মারাত্মক ভ্রমে পতিত হয়ে গোম্‌রাহ হয়েছে।

২) মুনাফিক, বেঈমান ও নবী বিদ্বেষী ওহাবী- মৌদুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নবীজীর অদৃশ্য বিষয়ের এলেম (ইলমে গায়েব) সম্পর্কে নিরীহ জনগণের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা অহরহ চালিয়ে যাচ্ছে যে- যদি তিনি ইল্‌মে গায়েব জানতেন- তবে এক মাস পর্যন্ত চুপ রইলেন কেন? আল্লাহর পক্ষ হতে অহী নাযিলের পূর্বেই তো তিনি বলে দিতে পারতেন যে- আয়েশার চরিত্রে কোন দোষ নেই। এতেই বুঝা যায়- নবীর ইলমে গায়েব ছিল না (নাউযুবিল্লাহ্‌)।

www.sunnibarta.com

তাদের এই কু-ধারণাকে বুখারী শরীফের উল্লেখিত বর্ণনাই মিথ্যা প্রমাণীত করছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে হুযুর (দঃ) সন্দেহাতীতভাবে পূর্বেই জানতেন। এজন্যই 'মা-আলিমুত আলা আহ্‌লী ইল্লা খাইরান'- অর্থাৎ "সন্দেহাতীতরূপেই আমি আমার পরিবারের উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে অবগত রয়েছি"- বলে পূর্বেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জানা সত্ত্বেও হুযুর (দঃ) নিজে মুনাফিকদের জওয়াব না দিয়ে বরং আল্লাহকে দিয়ে বিষয়টির সমাধান করে তিনি মহা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এতে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হয়েছে, মুনাফিকরা অপদস্ত হওয়ার সাথে সাথে খোদায়ী শাস্তির মুখোমুখী হয়েছে এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) "সিদ্দীকা" খেতাবে ভূষিতা হয়েছেন। তাঁর পবিত্র চরিত্রের ঘোষণা আসমানে জমিনে সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে। হুযুর (দঃ) নিজের ইলমে গায়েব দ্বারা ফয়সালা করলে উক্ত মহত্ব প্রকাশ পেতনা। আর ওহাবী মুনাফিকরা তখন হয়তো আরো একটি অপবাদ রটনা করতো যে- হুযুর (দঃ) আসল ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই আগেভাগে এরূপ করেছেন। তবুও তারা হুযুরের ইলমে গায়েব স্বীকার করতোনা।

বিশেষ অনুরোধ ঃ সুন্নী উলামাগণ বুখারী শরীফের এই হাদীসখানার ব্যাখ্যা ভালভাবে স্মরণ রাখলে ওহাবীদের মোকাবেলায় "ইলমে গায়েব" -এর মোনাযারায় অতি সহজেই তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন- লেখক।

উপসংহার ঃ মোদ্দা কথা হলো ঃ কুরআন সুন্নাহর দলিলাদি দ্বারা একথাই প্রমাণীত হলো যে, আহলে বাইত বলতে শুধু ছেলে- মেয়ে ও নাতী-নাতনীকেই বুঝায় না- বরং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে- সকলকেই বুঝায়। নবী করিম (দঃ)- এর "আহলে বাইত" বলতে হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সহ সকল বিবিগণ এবং চার পুত্র, চার কন্যা, ইমাম হাসান-হোসাইন ও হযরত আলীকেও বুঝায়।

এছাড়াও ঘোষণার মাধ্যমে হুযুর (দঃ) যাদেরকে "আহলে বাইত" বলেছেন- তাঁরাও নবী পরিবারের মধ্যে শামিল। এখানে যুক্তি তর্ক অচল। যেমনঃ শিফা শরীফে আহলে বাইত অধ্যায়ে কাজী আয়ায (রঃ) বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে- হযরত আব্বাস ও তার সন্তানগণ, হযরত আকিল ও হযরত জাফর শহীদ (রঃ) গণের পরিবারবর্গকেও নবী করিম (দঃ) "আহলে বাইত" ঘোষণা করে খোদার কাছে তাঁদের জন্য দোয়া করেছিলেন।

হযরত আব্বাস ও তাঁর সন্তানগণকে একদিন নবী করিম (দঃ) একটি চাদর দ্বারা আবৃত করে এই দোয়া করেছিলেন- "হে আল্লাহ! আব্বাস আমার চাচা এবং পিতৃতুল্য। এরা আমার "আহলে বাইত"। আমি আমার চাদর দ্বারা যেভাবে তাঁদেরকে আবৃত করেছি- তুমিও তদ্রূপ আপন রহমত দ্বারা তাঁদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচিয়ে রাখিও" (বুখারী শরীফ)।

www.sunnibarta.com

আহলে বাইত- এর বৃহৎ পরিসরে যাঁদের নাম প্রথমেই মানসপটে ভেসে উঠে- তাঁরা হলেন- হযরত বিবি ফাতিমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁদের বংশধরগণ। কেননা তাঁদের বৈশিষ্ট্যই আলাদা। তাই বলে অন্যদেরকে আহ্লে বাইত বলে অস্বীকার করলে নবীজীকেই অস্বীকার করা হয়। ইহাই আহলে সুন্নাতের ইমামগণের মতামত।

শিয়াগণের বাড়াবাড়ি এবং তাদের অনুসারী ও অনুগামী কিছু সংখ্যক সুন্নী মুসলমানের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের ঈমান হেফাযত করুন এবং হুযুর পাক (দঃ)- এর সকল আহলে বাইত ও বংশধরগণের প্রতি মহব্বৎ নসীব করুন। খাস করে "পাক পাঞ্জাতনের" রূহানী ফয়েয ও বরকত নসীব করুন।

উলামাগণ মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহঃ)- এর উক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে অনুধাবন করবেন বলে আশা রাখি- লেখক।

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

www.sunnibarta.com